গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬২ বর্ষ ২৮ সংখ্যা ২৬ ফেব্রুয়ারি - ৪ মার্চ, ২০১০ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর www.ganadabi.in মূল্য ঃ ২ টাকা

মহান বিপ্লবী কমরেড নীহার মুখার্জী লাল সেলাম

নেতা-কর্মীদের প্রতি প্রিয় নেতার শেষ আহ্বান

(দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের প্রতি কমরেড নীহার মুখার্জীর বার্তা)

আমাদের প্রিয় পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস শুধু আমাদের পার্টির জীবনেই নয়, সমগ্র বিশ্বের সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে একটি মহৎ ঘটনা। এমন একটি ঐতিহাসিক মুহূর্তে আপনারা খুব স্বাভাবিকভাবেই আশা করেছেন এবং আমিও চেয়েছি আপনাদের সাথে উপস্থিত থাকি। কিন্তু হঠাৎ গুরুতর সংক্রমণের জন্য ডাক্তাররা আমার এসময় বাইরে কোথাও যাওয়া অনুমোদন করছেন না। ফলে আমার পক্ষে আপনাদের সাথে শারীরিকভাবে কংগ্রেসে উপস্থিত থাকা সম্ভব হচ্ছে না, কিন্তু জানবেন আমি সবসময় আপনাদের সাথেই রয়েছি।

কমরেডস, এই অধিবেশনে যাঁরা উপস্থিত এবং যাঁরা সাফল্য কামনা করে শুভেচ্ছা পাঠিয়েছেন, প্রথমেই আমি তাঁদের সকলকে আন্তরিক বিপ্লবী অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আপনারা জানেন, আমাদের প্রয়াত নেতা, শিক্ষক, পথপ্রদর্শক এবং এ যুগের বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ভারতের সর্বহারাশ্রেণীর একমাত্র বিপ্লবী দলের ঠিক এসময়ে দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেস আহ্বান করার প্রয়োজন হয়েছে আর্ন্তজাতিক ও জাতীয় ক্ষেত্রে কিছু গুরুতর ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতেই।

পূর্বতন শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অনুপস্থিতির ফলে অধুনা বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় সাম্রাজ্যবাদীদের, বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের ভয়াবহ আর্থিক ও সামরিক আক্রমণ নেমে এসেছে। আফগানিস্তান, ইরাক ও প্যালেস্তাইনে যেমন শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ সংগ্রাম চলছে, পাশাপাশি বিশ্বের সর্বত্র সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে, বিশ্বায়ন ও বিশ্বপুঁজিবাদের নজিরহীন সংকটের পরিণামে জনজীবনে বৃহত্তর দুর্দশার বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভ ফেটে পড়ছে। এই সংগ্রামগুলিকে সমর্থন জোগাতে, ঐক্যবদ্ধ ও সংহত করতে বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তিগুলি ও কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য আমাদের পার্টি আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। আমাদের দেশের শাসকশ্রেণীও এ দেশের লক্ষ লক্ষ মেহনতি মানুষের উপর গুরুতর আক্রমণ নামিয়ে এনেছে। এর প্রতিরোধে জনগণও এগিয়ে আসছে। আমাদের পার্টি এই আক্রমণগুলির বিরুদ্ধে গণআন্দোলন সংগঠিত করে যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই আমাদের শত শত কমরেড আন্দোলনে রক্ত ঝরিয়েছে, নিজেদের প্রাণ দিয়েছে, বহু কমরেড কারারুদ্ধ রয়েছে। কৃষক শ্রমিক ও মেহনতি জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভও দেশের নানা জায়গায় ফেটে পড়ছে। জনগণের এইসব স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনগুলিতে যথার্থ বিপ্লবী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং তার মধ্য দিয়ে এগুলিকে সচেতন ও সংগঠিত শক্তিতে পরিণত করাই এখন জরুরি প্রয়োজন।

কমরেডস, এ দেশের মাটিতে আমরাই যেহেতু একমাত্র বিপ্লবী দল, ফলে এই প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করার যোগ্য আমাদের হতেই হবে। এ জন্য দরকার আদর্শ, রাজনীতি ও সংস্কৃতিগতভাবে আমাদের আরও উন্নত মান। এই উদ্দেশ্য নিয়েই, আপনারা জানেন, কেন্দ্রীয় কমিটি ১৯৯৫ সালে দলের অভ্যন্তরে 'এলিভেশন অ্যান্ড রেকটিফিকেশন' সংগ্রাম, আবার ২০০৫ সালে পার্টি, গণফ্রন্ট ও শ্রেণী ফ্রন্টগুলি এবং কমসোমল সকলকে জড়িত করে 'রিভাইটালাইজেশন অ্যান্ড কনসোলিডেশন' সংগ্রামের ডাক দেয়। দলের একেবারে নিম্নতম থেকে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত এই সংগ্রামের পরিণতিতেই দ্বিতীয়

১৯৮৮ সালের ৫ এপ্রিল পার্টির প্রথম কংগ্রেসের প্রকাশ্য সমাবেশ কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে ভাষণরত কমরেড নীহার মুখার্জী

পার্টি কংগ্রেস আহূত হয়েছে।

কমরেড প্রতিনিধিবৃন্দ, আপনারা জানেন, এই কংগ্রেসের প্রস্তুতির সূচনাতেই কেন্দ্রীয় কমিটি আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতির উপর দুটি খসড়া দলিল তৈরি করে সকল স্তরের সদস্যদের দিয়েছিল এবং তাঁদের মতামত চেয়েছিল। একেবারে সেল থেকে শুরু করে রাজ্যস্তর পর্যন্ত সকল পার্টি বডিতে এই দুটি দলিল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। কমরেডদের প্রস্তাব ও মতামতগুলি বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় কমিটি চূড়ান্ত খসড়া তৈরি করে। এই চূড়ান্ত খসড়া দলিলটির উপর আঞ্চলিক, জেলা ও রাজ্য সম্মেলন এবং কনভেনশনগুলিতে কমরেডরা সংশোধনী প্রস্তাব দিয়েছেন। সেগুলি কেন্দ্রীয় কমিটি বিচার-বিবেচনা করেছে এবং যেগুলি এই কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের অনুমোদন সাপেক্ষে গ্রহণযোগ্য মনে করেছে, তা আপনাদের সামনে পেশ করা হবে। দুটি খসড়াই এখানে চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হবে। এর সাথে সাধারণ সম্পাদকের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক প্রতিবেদনও আপনাদের আলোচনা ও অনুমোদনের জন্য এখানে পেশ করা হবে।

কমরেডস, সমস্ত রকম প্রতিকূলতার মোকাবিলা করে আমাদের পার্টি দ্রুত বাড়ছে, বিকশিত হচ্ছে এবং সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু তার দ্বারা আমাদের আত্মসন্তুষ্টি যেন না আসে এবং সতর্কতা শিথিল না হয়। ফলে নেতা এবং কর্মীরা আজ যে মান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সেখানেই থামলে চলবে না, নিরন্তর সংগ্রাম-সমালোচনা-আত্মসমালোচনা ও ত্রুটি সংশোধনের মধ্য দিয়ে নিজেদের মান আরও উন্নত করার জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। উচ্চ থেকে নিম্ন স্তর পর্যন্ত সমস্ত পার্টিবডিগুলির যৌথ কর্মপ্রক্রিয়ার ক্রমাগত উন্নতিকে সুনিশ্চিত করার জন্য, পার্টিবডিগুলিকে গতিশীল ও সম্পদশালী করার জন্য এই সংগ্রামগুলি অপরিহার্য। শ্রেণীসংগ্রাম ও গণসংগ্রামগুলিকে আমাদের তীব্র করতে হবে এবং তার দ্বারাই সমগ্র পার্টি সংগঠনকে সমস্যা ও ত্রুটি থেকে মুক্ত করে উজ্জীবিত ও সংহত করতে হবে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার একনিষ্ঠভাবে চর্চা করার সাথে সাথে সর্বহারার আন্তর্জাতিকতাবাদের পতাকাও আমাদের অবিচলভাবে উর্ধ্বে তুলে রাখতে হবে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিপ্লবী প্রাণসত্তাকে রক্ষা করে সকল জাতের শোধনবাদ-সংস্কারবাদকে পরাস্ত করতে হবে।

কমরেডস, আমার স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থায় আমার পক্ষে বক্তব্য আরও দীর্ঘ করা সম্ভব হচ্ছে না। সর্বশেষে আমি কমরেড শিবদাস ঘোষের মহত্তম সৃষ্টি আমাদের পার্টিকে এবং পার্টির ঐক্য, যৌথ নেতৃত্ব ও পার্টির অভ্যন্তরে সর্বহারা গণতন্ত্রকে মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে চোখের মণির মতো রক্ষা করার জন্য দলের সকল নেতা ও কর্মীদের ঐকান্তিক আহ্বান জানাচ্ছি। আপনাদের প্রতি আমার আন্তরিক বিপ্লবী অভিনন্দন।

বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা জিন্দাবাদ।

এস ইউ সি আই জিন্দাবাদ।

সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ লাল সেলাম।

সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদ জিন্দাবাদ।

মহান বিপ্লবী কমরেড নীহার মুখার্জী স্মরণে

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক, স্বাধীনতা সংগ্রামী, সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের সুযোগ্য সহযোদ্ধা মহান বিপ্লবী কমরেড নীহার মুখার্জী দীর্ঘদিন অসুস্থতার পর ১৮ ফেব্রুয়ারি রাত্রি ১১টায় ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। অন্যান্য গুরুতর রোগের সাথে মাল্টি অরগ্যান ফেলিওর সহ সেপসিস, সিওপিডি এবং পার্কিনসনস রোগেও তিনি ভুগছিলেন।

কমরেড নীহার মুখার্জী ১৯২০ সালে ঢাকায় (অধুনা বাংলাদেশের রাজধানী) জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৩ সালে মাত্র ১৩ বছর বয়সে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবী সংগঠন অনুশীলন সমিতিতে তিনি যোগ দেন। সেখানেই তিনি কমরেড শিবদাস ঘোষের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন।

ঢাকার গভর্নমেন্ট কলেজিয়েট স্কুল ও পরে জগন্নাথ ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ছাত্রাবস্থায় ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য তিনি কর্তৃপক্ষের রোষে পড়েন। ঐ সময় তাঁর নেতৃত্বে ছাত্র আন্দোলন এমন দুর্বার রূপ নিয়েছিল যে কলকাতা থেকে শরৎ বসুকে গিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে ছাত্রদের দাবিগুলির সুনিশ্চিত মীমাংসার ভিত্তিতে সেই আন্দোলন প্রত্যাহার করানো সম্ভব হয়েছিল।

ব্রিটিশ পুলিশের হাত থেকে গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য অনুশীলন সমিতির নেতারা ১৯৪০ সালের শেষ দিকে কমরেড শিবদাস ঘোষকে এবং ১৯৪১ সালে কমরেড নীহার মুখার্জীকে কলকাতায় আপসহীন বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সংগঠন গড়ে তোলার জন্য পাঠিয়ে দেন। অনুশীলন সমিতির আন্দোলন ও সংগঠন গড়ে তোলার প্রক্রিয়াতেই শিবদাস ঘোষ ও নীহার মুখার্জীর একত্র পথ পরিক্রমা শুরু হয়েছিল, যা কমরেড শিবদাস ঘোষের জীবনাবসান পর্যন্ত অটুট ছিল।

১৯৪২ সালের ভারত ছাড় আন্দোলনের প্রস্তুতিপর্বে কলকাতা ও শহরাঞ্চলে ছাত্রদের সংগঠিত করার দায়িত্ব পান কমরেড নীহার মুখার্জী। কমরেড শিবদাস ঘোষের পরিকল্পনা ছিল কলকাতায় সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটিয়ে রাইটার্স বিল্ডিংস, ফোর্ট উইলিয়াম ও লালবাজার দখল করে স্বাধীন অঞ্চল ঘোষণা করা। ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগ এ খবর পেয়ে যায় এবং নীহার মুখার্জী ও শিবদাস ঘোষ সহ ১৩৮ জন গ্রেপ্তার হয়ে যান। ওয়ার্ড ইনস্টিটিউট মামলা হিসাবে পরিচিত ওই মামলায় নীহার মুখার্জীদের বিরুদ্ধে 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা এবং সশস্ত্র উপায়ে ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদের পরিকল্পনার' অভিযোগ আনা হয়। অভিযুক্তদের পক্ষের উকিলের বিশেষ দক্ষতার জন্য পুলিশ ঐ অভিযোগ প্রমাণ করতে পারেনি। অন্যথায় শিবদাস ঘোষ ও নীহার মুখার্জীর মৃত্যুদণ্ড অনিবার্য ছিল। তাঁদের তিন বছর কারাদণ্ড হয়।

ভারতের মাটিতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে বিশেষীকৃত করে একটি যথার্থ সাম্যবাদী দল গঠন করার যে সুকঠিন সংগ্রাম ও প্রক্রিয়া কমরেড শিবদাস ঘোষ জেলের অভ্যন্তরেই শুরু করেন, সূচনা থেকেই সেই সংগ্রামের অভিন্ন সহযোগী হন কমরেড নীহার

ছয়ের পাতায় দেখুন

কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে

বিপ্লবীদের জীবনে শোকোপলব্ধির যথার্থ তাৎপর্য

"আপনারা জানেন, রাজনীতি একটা উচ্চ হৃদয়বৃত্তি। বিপ্লবী রাজনীতি তো অনেক উচ্চতর হৃদয়বৃত্তি। এ যেমন একদিকে কোমল, আবার এই রাজনীতির মধ্যেই রয়েছে কঠোর বাস্তবতা, কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, কঠোর এবং কঠিন কর্তব্যপরায়ণতা। শোকের জন্য আমাদের কাজ বসে থাকতে পারে না। বাইরের দিক থেকে রাজনীতির আচরণটা এমনই নিষ্ঠুর। কিন্তু এই বাইরে থেকে যেটাকে নিষ্ঠুর মনে হয়, তার মধ্যেই রয়েছে যথার্থ শোকোপলব্ধির তাৎপর্য। তাই বড় বিপ্লবীরা গভীর শোকের মধ্যেও তাদের কাজ ঠিক করে যায়। কাজ তাদের করতেই হয়। কাজ করার ব্যাপারটা তাদের কোন অবস্থাতেই গোলমাল করা চলে না। তাহলে তাদের এ রাস্তায় আসাই চলে না। তাদের সাধারণ মানুষের মত জীবনযাপন করতে হয়। তাই আপনাদের বলছিলাম, বিপ্লবী রাজনীতি একটা উচ্চতর হৃদয়বৃত্তি। অথচ, এর কর্মরীতি দেখতে বড় নিষ্করুণ। বাইরে থেকে মনে হয় — যেন এর মধ্যে করুণা, মমতার ছাপ নেই — অনেকটা যন্ত্রের মতো। কিন্তু বাস্তবে সত্যি তা নয়। এই কর্মনিষ্ঠার মধ্যেই রয়েছে বিপ্লবীর সত্যিকারের কোমল হৃদয়ের পরিচয়। সমস্ত সমাজের ব্যথা, বেদনা, মূল্যবোধেরও যথার্থ আঁচড় বিপ্লবীদের মধ্যে এমন করে পড়েছে যে, তারা বদ্ধপরিকর হয়েছে তাদের বিপ্লবের কাজকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য। তাই কর্মকে বিপ্লবীরা অবহেলা করে না। অত্যন্ত প্রিয়জনের মৃত্যু এবং একটা অত্যন্ত ক্ষতির সময়েও, অত্যন্ত হৃদয়াবেগের একটা ব্যাপার ঘটার সময়েও, তারা কর্মক্ষেত্রে তাদের কর্তব্য ভুলে যেতে পারে না।"

কেন্দ্রীয় অফিসে শায়িত কমরেড নীহার মুখার্জীর প্রতি বৈপ্লবিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যবৃন্দ

শতসহস্র চোখের জলে প্রিয় নেতাকে শেষ বিদায়

২২ ফেব্রুয়ারি। ৪৮ নম্বর লেনিন সরণীর সামনের রাস্তা তখন জনাকীর্ণ। ওয়েলিংটন মোড় থেকে রফি আহমেদ কিদোয়াই রোডের ভিতরে বেশ কিছুটা দূর পর্যন্ত পা ফেলার স্থানটুকুও নেই। সকাল ৯টা থেকে শুরু হয়েছে প্রিয় নেতা কমরেড নীহার মুখার্জীকে একটিবার শেষ দেখার জন্য কর্মী-সমর্থক-সাধারণ মানুষের সমাগম। মালা হাতে চোখের জল মুছতে মুছতে অপেক্ষায় রয়েছেন তাঁরা। বেলা যত বেড়েছে, মানুষের সংখ্যা বেড়ে ততই লাইন দীর্ঘ হয়েছে। বার বার মাইকের আবেদন ভেসে আসছে — সকলকে শেষ দেখার সুযোগ দিতে গতি দ্রুত করার জন্য। স্থির ছিল বেলা দুটোয় শেষযাত্রা শুরু করা হবে। মানুষের দীর্ঘ সারি তখনও এস এন ব্যানার্জী রোডের লোটাস সিনেমা পর্যন্ত। উত্তরে ভিড় ছড়িয়েছে হিন্দ সিনেমা পর্যন্ত। শেষ পর্যন্ত পুলিশ লেনিন সরণী, নির্মলচন্দ্র স্ট্রিট এবং রফি আহমেদ কিদোয়াই রোডে যান চলাচল বন্ধ রাখার ব্যবস্থা নিল। সময়সীমা বাড়িয়ে করা হল বেলা ৩টে। তখনও লাইনে দাঁড়িয়ে বহু মানুষ। কিন্তু উপায় নেই— শেষযাত্রার জন্য শবদেহ নামিয়ে আনা হল বিরাট একটি গাড়িতে, যা কমরেডদের গভীর আবেগপূর্ণ পরিকল্পনায় রক্তিম কাপড়ে মুড়ে তৈরি করা হয়েছিল প্রিয় নেতাকে বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য। যারা অফিসের দোতলায় উঠে নেতাকে দেখতে পাননি, তাঁরা তো বটেই, বাকি হাজার হাজার মানুষও সেই গাড়ির দিকে এগিয়ে এলেন একটিবার শেষ দেখার জন্য। থিকথিক করছে ভিড়। পার্টি অফিসের বারান্দা থেকে মনে হচ্ছিল— ব্যথা ও শ্রদ্ধার গাম্ভীর্যে নিস্তরঙ্গ সেই জনসমুদ্রে প্রিয় নেতার শবদেহবাহী গাড়িটি যেন ভাসমান। আবেগময় গম্ভীর কণ্ঠে লাল সেলাম ধ্বনি তখন রাস্তার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে তরঙ্গ তুলছে।

মাত্র ১৩ বছর বয়সে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবী ধারায় যে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল, স্বাধীন ভারতে পুঁজিবাদ বিরোধী বিপ্লবী সংগ্রামে নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করতে করতেই তার সমাপ্তি ঘটল। প্রিয় নেতার ৯০ বছর বয়স পূর্তির স্মারকস্বরূপ ৯০টি অর্ধনমিত রক্তপতাকা হাতে সাদা পোশাক, মাথায় সাদা টুপি পরিহিত কমসোমলের ৯০ জন কিশোর-কিশোরী তখন তৈরি শেষযাত্রার একেবারে সামনে থেকে কুচকাওয়াজ করে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের স্বপ্ন ও সাধনার সার্থক উত্তরসূরি কমরেড নীহার মুখার্জীরও 'কমসোমলে'র প্রতি ছিল বিশেষ স্নেহ ও মনোযোগ।

১৮ ফেব্রুয়ারি রাতে চিকিৎসকরা ভগ্নহৃদয়ে জানিয়েছিলেন তাঁদের সার্বিক ও অক্লান্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে —কমরেড মুখার্জী আর নেই। ওই রাতেই পলিটব্যুরো সদস্যরা ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত হন সল্টলেকের ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে। এখানেই ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের অপরিসীম সেবা ও যত্নে চিকিৎসা হয়েছে প্রিয় নেতার। প্রথিতযশা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা বারবার এসে তাঁকে পরীক্ষা করেছেন, অন্যান্য চিকিৎসকদের গাইড করেছেন। আই সি সি ইউ-এর নির্দিষ্ট সেই শয্যাটিতে তখনও শায়িত রয়েছেন কমরেড নীহার মুখার্জী মুদিত চোখে। শরীর থেকে খুলে নেওয়া হয়েছে 'লাইফ সাপোর্টিং সিস্টেমে'র যাবতীয় সরঞ্জাম— ওগুলোর প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

গোটা দেশের পার্টির নেতা-কর্মী-শুভানুধ্যায়ীরা গভীর উদ্বেগে প্রায় প্রতিদিন প্রিয় নেতার শারীরিক অবস্থার খবর নিতেন। গুরুতর অসুস্থ ছিলেন তিনি দীর্ঘকাল। এর মধ্যেই প্রবল চেষ্টা চালিয়েছেন নিজেকে সুস্থ করার জন্য, যাতে দিল্লিতে উপস্থিত থেকে নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় কংগ্রেসের সব কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষভাবে পরিচালনা করতে পারেন। তিনিই কমরেডদের কাছে ব্যাখ্যা করেছেন, কোন ঐতিহাসিক মুহূর্তে ও প্রয়োজনে পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস হতে যাচ্ছে এবং পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী নেতা-কর্মীদের চরিত্র ও ক্ষমতায় কী উন্নত মান অর্জন করতে হবে। গত পাঁচ-ছয় বছর ধরে প্রিয় নেতার চিন্তা ও স্বপ্ন আবর্তিত হয়েছে দলের আভ্যন্তরীণ সংগ্রাম ও দ্বিতীয় কংগ্রেস-এর প্রস্তুতিকে কেন্দ্র করে। নভেম্বরে তিনি দিল্লি যাবেন, সব ব্যবস্থা প্রস্তুত। হঠাৎ ৩ নভেম্বর ফুসফুসের সংক্রমণে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হল। সমগ্র পার্টি গভীর উৎকণ্ঠায় — তিনি শেষপর্যন্ত কংগ্রেসে যেতে পারবেন তো! ১১ নভেম্বর থেকে ১৭ নভেম্বর চলবে কংগ্রেস। চিকিৎসকরা জানালেন, ১১ নভেম্বর তাঁকে যেতে দেওয়া যাবে না। এরপর শুরু হয়েছে অপেক্ষা। পাঁচদিনের মধ্যে যদি একটি দিনও তিনি প্রতিনিধিদের সামনে উপস্থিত হতে পারেন, এই আশায় বুক বেঁধেছেন প্রতিনিধি কমরেডরা। কিন্তু চিকিৎসকরা বললেন, সেই ঝুঁকি নেওয়া যাবে না।

হাসপাতালের শয্যা থেকেই প্রতিদিন তিনি দিল্লিতে ফোনে নেতাদের সাথে কথা বলেছেন, জেনে নিয়েছেন সব ঠিক ঠিক মতো হচ্ছে তো! শারীরিকভাবে অনুপস্থিত তিনি, কিন্তু সর্বত্রই তাঁর উপস্থিতি ছিল। কারণ, সমগ্র পার্টি কংগ্রেসটিই পরিচালিত হয়েছে তাঁর সুনির্দিষ্ট গাইডলেন্সে। সফলভাবে কংগ্রেস সমাপ্ত হল। এদিকে কমরেড নীহার মুখার্জী কিছুটা সুস্থ হয়ে কমিউনে ফিরলেন। কিন্তু শরীর তখন আরও অশক্ত হয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝেই জ্বর ও ছোটখাট সংক্রমণ লেগেই রইল। অবশেষে ২০ জানুয়ারি আবার তাঁকে ভর্তি করা হল হাসপাতালে। ২৯ দিন ধরে ডাক্তারদের

চারের পাতায় দেখুন

কমরেড প্রভাস ঘোষ

কমরেড মানিক মুখার্জী

কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী

শতসহস্র চোখের জলে প্রিয় নেতাকে শেষ বিদায়

তিনের পাতার পর

অবিরাম অক্লান্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এবার আর প্রিয় নেতাকে ফেরানো গেল না। তাঁর স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতি ও গভীর সংকটজনক অবস্থার কথা রাজ্যে রাজ্যে কমরেডদের কাছে ইতিপূর্বেই দফায় দফায় কেন্দ্রীয় কমিটি জানিয়ে দিয়েছিল। উৎকণ্ঠিত কমরেডরা ১৮ ফেব্রুয়ারি রাতেই দুঃসংবাদ পেলেন। সকল রাজ্য, জেলা ও আঞ্চলিক অফিসে রক্তপতাকা অর্ধনমিত হল। ১৮ থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারি ৭ দিনের শোক পালনের আহ্বান জানাল কেন্দ্রীয় কমিটি। নেতৃত্ব স্থির করলেন, সমস্ত রাজ্যের পার্টিনেতাদের কলকাতায় এসে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের সুযোগ দেওয়ার জন্য প্রিয় নেতার মরদেহ সংরক্ষণাগারে রেখে দিয়ে ২২ ফেব্রুয়ারি শেষযাত্রা হবে। দু'দিন আগেই জরুরি বৈঠক উপলক্ষে কেন্দ্রীয় কমিটির সকল সদস্যই কলকাতায় এসেছিলেন, প্রিয় নেতার অবস্থা দেখে তাঁরা ফিরে যাননি।

১৯ ফেব্রুয়ারি সকালে হাসপাতাল প্রাঙ্গণে প্রিয় নেতার মরদেহ বহন করে আনলেন পলিটব্যুরো সদস্যরা। বিশেষভাবে নির্মিত উঁচু প্লাটফর্মে তা শায়িত রাখা হল। ইতিমধ্যে কলকাতা জেলার শত শত কমরেড উপস্থিত হয়েছেন, আছেন হাসপাতাল ও কমিউনের কর্মীরা যাঁরা দীর্ঘকাল কমরেড নীহার মুখার্জীর সেবা করেছেন। মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানালেন পলিটব্যুরো সদস্য কমরেডস প্রভাস ঘোষ, মানিক মুখার্জী, কৃষ্ণ চক্রবর্তী, রণজিৎ ধর, অসিত ভট্টাচার্য এবং পূর্বতন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য প্রবীণ নেতা কমরেড অনিল সেন ও গুরুতর অসুস্থ প্রবীণ নেতা কমরেড সুকোমল দাশগুপ্ত। কেন্দ্রীয় কমিটির উপস্থিত সদস্যবৃন্দ মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানালেন। বলশেভিক পার্টির পক্ষে শ্রদ্ধা জানালেন ভোলানাথ ব্যানার্জী, তৃণমূল কংগ্রেসের অনুপম দত্ত এবং হাসপাতালের চিকিৎসকরা। প্রিয় নেতার মরদেহ নিয়ে যাওয়া হল মধ্য কলকাতার এল ম্যাডোরা সংরক্ষণাগারে।

২১ ফেব্রুয়ারি রাতেই ৪৮ লেনিন সরণীর কেন্দ্রীয় অফিস রক্তিম কাপড়ে আচ্ছাদিত হয়ে তৈরি। ২২ ফেব্রুয়ারি সকালে প্রিয় নেতার মরদেহ কেন্দ্রীয় অফিসে নিয়ে আসার আগেই দলে দলে কমরেডরা এসে গিয়েছেন। মাইকে ঘোষিত হচ্ছে— ' এই মহান বিপ্লবী তাঁর পথপ্রদর্শক ও শিক্ষক কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে নিজের জীবনে প্রয়োগের সংগ্রামে আমৃত্যু ব্যাপৃত থেকেছেন, বিশেষ করে বিপ্লব, দল ও শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে নিজের সর্বসত্তাকে বিলীন করে দেওয়ার সংগ্রামে প্রতি মুহূর্তে সজাগ থেকে তিনি নিজেকে বিরল ধাতুতে গড়া এক মহান বিপ্লবী চরিত্রে উন্নীত করেছেন।'

১৯৮৪ সালে কেরালার ত্রিবান্দ্রমে সারা ভারত ডি এস ও-র সর্বভারতীয় সম্মেলনে ভাষণরত কমরেড নীহার মুখার্জী

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এলেন। ফরওয়ার্ড ব্লকের বর্ষীয়ান নেতা অশোক ঘোষ মাল্যদান করলেন। সিপিআই(এম) রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানালেন বিনয় কোঙার; আর এস পি-র তরফে অমর চৌধুরী, সুভাষ নস্কর, সুকুমার ঘোষ; বলশেভিক পার্টির চিত্ত নাথ; সিপিআই(এম এল লিবারেশন)-এর নেতা কার্তিক পাল; পিডিএস নেতা সমীর পুতুতুণ্ড। তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা ব্যানার্জীর বার্তা ও শ্রদ্ধার্ঘ্য নিয়ে এলেন ঐ দলের সাধারণ সম্পাদক মুকুল রায়, সঙ্গে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা পার্থ চট্টোপাধ্যায়ও শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করলেন। কবি তরুণ সান্যাল, কবীর সুমন, মীরাতুন নাহার, দিলীপ চক্রবর্তী, রূপশ্রী কাহালি প্রমুখ সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ব্যক্তিত্বরাও শ্রদ্ধা জানালেন। বার্তা পাঠালেন সিপিআই(এম) সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাত, সিপিআই সাধারণ সম্পাদক এ বি বর্ধন, সিপিআই (এম এল) নেতা সন্তোষ রানা।

বেলা ৩টা। একে একে পলিটব্যুরো ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যবৃন্দ মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানালেন। মাল্যদান করলেন প্রবীণ নেতা কমরেড অনিল সেন। প্রবীণ নেতা কমরেড সুকোমল দাশগুপ্তের হয়ে মাল্যদান করলেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড তপন রায়চৌধুরী। উপস্থিত প্রতিটি রাজ্যের পার্টি সম্পাদক ও ইনচার্জরাও একে একে মাল্যদান করলেন। পার্টি ও গণসংগঠনগুলির কেন্দ্রীয়, রাজ্য ও জেলা কমিটির পক্ষ থেকেও শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করা হল। পশ্চিমবঙ্গের প্রবীণ নেতা কমরেড প্রতিভা মুখার্জী ও কমরেড সনৎ দত্ত শ্রদ্ধা জানালেন। রাজ্য কমিটির সদস্য অসুস্থ কমরেড কালিকা মুখার্জীর পক্ষে কমরেড গোরা গুপ্ত মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানালেন।

শুরু হল শেষযাত্রার মিছিল। শান্ত অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলল তালতলা দিয়ে এস এন ব্যানার্জী রোড ধরে চৌরঙ্গি ছুঁয়ে কেওড়াতলা শ্মশানের দিকে। রাস্তার দু'ধারে তখন অসংখ্য কর্মী-সমর্থক-সাধারণ মানুষ দাঁড়িয়ে। এঁদের অনেকেই অফিসে শায়িত প্রয়াত নেতাকে দেখার সুযোগ পাননি। ফলে একটিবার প্রিয় নেতাকে দেখার আকুলতা তাঁদের চোখেমুখে। দেখা শেষ হতেই ধীর পায়ে তাঁরা মিছিলে যোগ দিয়েছেন।

এ গতানুগতিক মিছিল নয়, যেন সুদীর্ঘ এক শোকের প্রবাহ। তার মাঝে মাঝেই ধ্বনিত হচ্ছিল 'আন্তর্জাতিক' ও 'শিবদাস ঘোষ তুমি সুমহান ...' সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা। নির্দিষ্ট একটি সঙ্গীতগোষ্ঠীই শুধু নয়, গোটা মিছিলের মাঝে মাঝে কমরেডরা নিজেদের উদ্যোগেই ছোট ছোট টিমে বিভক্ত হয়ে গান গাইছিলেন। দূর থেকে মিছিলের সম্মুখভাগ দেখেই দাঁড়িয়ে পড়ছিলেন পথচারীরা। কাছে আসতেই দেখা গেল শ্রদ্ধা তাঁদের চোখেমুখে। এ দৃশ্য ধরে রাখার জন্য অনেকেই ক্যামেরায় ছবি তুলছিলেন। রাস্তার মোড়ে মোড়ে মহান বিপ্লবীর ছবি হাতে অপেক্ষমান দলের কর্মী, সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ীরা শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করলেন।

৪৮ লেনিন সরণী থেকে ৩টে ৪৫মিনিটে শুরু হয়ে মিছিলের সম্মুখভাগ যখন কেওড়াতলা শ্মশানে পৌঁছল, তখন প্রায় ৭টা। প্রিয় নেতার মরদেহ গাড়ি থেকে চুল্লির কাছে নিয়ে গেলেন পলিটব্যুরো সদস্যরা। নেতাদের অনেকের চোখেই তখন জল। কর্মীদের মধ্যে প্রবল আবেগোচ্ছ্বাস, বাঁধভাঙা কান্না। তাঁরা তখনও একবার প্রিয় নেতাকে কাছ থেকে দেখার জন্য আকুল। চুল্লির বাইরের দরজায় স্বেচ্ছাসেবক কমরেডরা তাঁদের সামাল দিলেন। সমাপ্ত হল ভারতের মাটিতে সত্যিকারের সাম্যবাদী দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর এগিয়ে চলার ধারায় একটি অধ্যায়। মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের সহযোগী হয়ে যে সাতজন বিপ্লবী নেতা দলগঠনের কঠিন সংগ্রামে সকল বাধা তুচ্ছ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তাঁদের শেষ প্রতিনিধি ছিলেন কমরেড নীহার মুখার্জী। এই অধ্যায়টি পর্বতপ্রমাণ প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের দৃঢ়তায়, অর্জিত কমিউনিস্ট চরিত্রের উচ্চতায়, জ্ঞানের গভীরতায়, শোষিত মানুষের স্বার্থে নিবেদিত জীবনসাধনার দৃষ্টান্তে বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে সমুজ্জ্বল হয়ে থেকে আজকের ও পরবর্তীকালের বিপ্লবীদের কাছে আলোকবর্তিকারূপে কাজ করবে, বারবার স্মরণ করিয়ে দেবে সংগ্রামের এই চরিত্র ও ঐতিহ্যকে বহন ও রক্ষা করার দায়িত্বকে।

সমবেত নেতা-কর্মীদের চোখেমুখে অনুচ্চারিত শপথ — এই মহান বিপ্লবী নেতার জীবনাবসানে সৃষ্ট শূন্যতা পূরণের সংগ্রামে আমরা সচেতনভাবে নিজেদের নিযুক্ত করব। কমরেড শিবদাস ঘোষের হাতে গড়া দল, যাকে রক্ষা ও শক্তিশালী করাই ছিল কমরেড নীহার মুখার্জীর সর্বক্ষণের স্বপ্ন ও সাধনা, তাঁর অনুপস্থিতিতে আমরাও সর্বশক্তি দিয়ে দলের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করব, এ দলের প্রতি জনগণের ক্রমবর্ধমান সমর্থন ও আস্থা আমাদের উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেছে, কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা জীবনে প্রয়োগ করে নিজেদের চরিত্রকে আরও উন্নত করে সেই দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত হয়ে উঠব। সেটাই হবে প্রিয় নেতার প্রতি যথার্থ বিপ্লবী শ্রদ্ধাজ্ঞাপন।

কমরেড রণজিৎ ধর

কমরেড অসিত ভট্টাচার্য

কমরেড অনিল সেন

বিদেশের ভ্রাতৃপ্রতিম দল ও সংগঠনের শ্রদ্ধার্ঘ্য

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল

বাসদের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান শোকবার্তায় বলেন, আমাদের ভ্রাতৃপ্রতিম দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক ও বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রধান সহযোগী কমরেড নীহার মুখার্জীর প্রয়াণে আমরা শোকাহত। তাঁর জীবনাবসানে ভারতের বিপ্লবী সংগ্রাম এক সুযোগ্য নেতাকে এবং একইসাথে বর্তমান বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলন ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী এক বিপ্লবীকে হারাল। আমরা আশা করব, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর নেতা-কর্মীরা শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করে এগিয়ে যাবেন।

আলেক্স মুন্দারিস

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্তর্জাতিক কমিটিতে ফ্রান্সের সদস্য

কমরেড নীহার মুখার্জীর মৃত্যুতে তাঁর পরিবার এবং এস ইউ সি আই-এর প্রতি আমার গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। কলকাতায় তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকালে তিনি আমার উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট অব দি ফিলিপিন্স

ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট অব দি ফিলিপিন্স কমরেড নীহার মুখার্জীর মৃত্যুতে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।

কমরেড নীহার মুখার্জী তাঁর সমগ্র জীবন, প্রথমে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার কবল থেকে ও পরে সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের কবল থেকে ভারতের দরিদ্র মানুষের মুক্তিসংগ্রামে নিয়োজিত করেছিলেন। ১৯৭৬ সাল থেকে এস ইউ সি আই-এর সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব অর্পণের মধ্য দিয়েই দলের সদস্যরা তাঁর নেতৃত্বের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, ভালবাসা, আস্থা ও মান্যতার পরিচয় দিয়েছেন।

ভারতের জনগণ ও শ্রমিকশ্রেণীর শত্রুদের বিরুদ্ধে তিনি যেমন তেজোদীপ্ত সংগ্রাম করেছিলেন তেমনই অসুস্থতার বিরুদ্ধেও ছিল তাঁর কঠোর সংগ্রাম। যুদ্ধে তাঁর শরীর হয়তো পরাজিত হয়েছে, কিন্তু যে মহান আদর্শের জন্য তিনি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, ভারতের জনসাধারণের প্রকৃত স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র আনার সংগ্রামের মধ্যে তা বেঁচে আছে।

ভারতের শ্রমিক, কৃষক, আদিবাসী মানুষ এবং দরিদ্র জনগণ সাম্রাজ্যবাদ এবং ভারতের শাসকশ্রেণীর শোষণমূলক ব্যবস্থার দ্বারা ক্রমাগত নিপীড়িত হয়ে চলেছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো ভারতের জনগণও সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস করার সংগ্রাম চালাতে চালাতেই সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের চাপিয়ে দেওয়া তীব্র অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সামরিক আগ্রাসনের শিকার হচ্ছে।

ভারতের প্রতিটি সাহসী সংগ্রামী মানুষের হৃদয়ে কমরেড নীহার মুখার্জী বেঁচে আছেন। সেই অর্থে তিনি যথার্থই মৃত্যুহীন।

ভারতের জনগণের জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সংগ্রাম দীর্ঘজীবী হোক।

উইল ভ্যান ডার ক্লিফ্‌ট

নিউ কমিউনিস্ট পার্টি অব নেদারল্যান্ডস

আমার অন্তরের শোক জ্ঞাপন করছি।

কমরেড নীহার মুখার্জীর সঙ্গে আমার কয়েকবার সাক্ষাৎ হয়েছে। তাঁর প্রজ্ঞা ও শান্ত সমাহিত আচরণে আমি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলাম।

শোকের এই কঠিন মুহূর্তে আমরা, দলের নেতৃবৃন্দ, ভারতে আমাদের বন্ধুরা এবং এস ইউ সি আই-এর সমস্ত সদস্যদের প্রতি সহমর্মিতা জ্ঞাপন করছি।

মোমার সামবে

ডাকার, সেনেগাল

এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জীর মৃত্যুসংবাদে আমরা গভীর শোকাহত। আপনাদের পার্টির কর্মকাণ্ডে এবং বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে তাঁর ভূমিকার কথা আমরা জানি।

এই শোকাবহ পরিস্থিতিতে এস ইউ সি আই-এর সকল কমরেডের প্রতি আমাদের দলের সম্পাদকমণ্ডলী (আর টি এ-এস) গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে এবং এই শোক সহ্য করার সংগ্রামী সাহস জোগাচ্ছে।

সারা ফ্লন্ডার্স এবং জন ক্যাটালিনোটো

ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড পার্টি, ইউ এস এ

কমরেড নীহার মুখার্জী, যিনি শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, গত ১৮ ফেব্রুয়ারি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন — এ কথা জেনে ইউ এস এ-র ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড পার্টির পক্ষ থেকে আমরা এস ইউ সি আই-এর কমরেডদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। যে কোনও দেশেই বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করা কঠিন দায়িত্বের কাজ, বিশেষত, সে দেশ যদি হয় ভারতের মতো বিপুল জনসংখ্যা অধ্যুষিত। কমরেড মুখার্জী সেই দায়িত্ব দক্ষতা ও সাহসের সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন। এই অভিজ্ঞ নেতার মৃত্যুতে শুধু আপনাদের পার্টিরই নয়, গোটা বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর বিপুল ক্ষতি হল। এই কঠিন সময়ে আমরা আপনাদের প্রতি আমাদের সুদৃঢ় সংহতি জ্ঞাপন করছি।

ডঃ মহম্মদ তে

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্তর্জাতিক কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীতে লেবাননের প্রতিনিধি

শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামে উৎসর্গীকৃত প্রাণ কমরেড নীহার মুখার্জীর মৃত্যুতে আমি এস ইউ সি আই-এর কমরেডদের প্রতি আমার সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। তাঁর মৃত্যুতে আপনাদের দলের সঙ্গে সঙ্গে গোটা বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীরই বিপুল ক্ষতি হল। এই কঠিন সময়ে আমি আপনাদের প্রতি সংহতি জ্ঞাপন করছি।

খালেদ হাদ্দাদিন এবং হানি হাদ্দাদিন

কমিউনিস্ট পার্টি অব জর্ডন

কমরেড নীহার মুখার্জীর মৃত্যুসংবাদে আমি গভীর আহত ও দুঃখিত হয়েছি। আপনার এবং পার্টি সদস্যদের সকলের প্রতি আমি গভীর সহমর্মিতা ব্যক্ত করছি। তিনি ছিলেন এক মহান সেনাপতি, সোস্যালিস্ট এবং একজন অসাধারণ মানুষ। আমাদের পার্টি তাঁকে কখনই ভুলবে না এবং তাঁর প্রভাব চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

মহম্মদ কাসেম

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্তর্জাতিক কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীতে লেবাননের প্রতিনিধি

শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির অন্যতম এক মহান নেতার মৃত্যুতে আমরা গভীর বেদনা ও যন্ত্রণা অনুভব করছি। তাঁর মৃত্যুতে আমরা একজন বিপ্লবী নেতাকে হারালাম যিনি আগ্রাসনবিরোধী সংগ্রামে তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন এবং কারাবন্দি অবস্থায় জীবনের একটা অংশ কাটানো সত্ত্বেও জীবনের অন্তিম লগ্ন পর্যন্ত আশা হারাননি। তিনি শ্রমিকশ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের এবং নিজের দেশে একটি প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার সংগ্রামের এক গৌরবময় ইতিহাস পিছনে রেখে গেলেন।

কমরেড মুখার্জীর মৃত্যুতে এস ইউ সি আই-এর কমরেডদের প্রতি আমাদের উষ্ণ সমবেদনা, গভীর সহমর্মিতা এবং সংগ্রামী সাহস জ্ঞাপন করি যাতে তাঁরা এই কঠিন পরিস্থিতি অতিক্রম করতে

ছয়ের পাতায় দেখুন

বাংলাদেশে কমরেড নীহার মুখার্জী স্মরণসভা

ভারতের ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টি সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অব ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক সদ্য প্রয়াত কমরেড নীহার মুখার্জীর স্মরণে এক সভা বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল — বাসদ-এর উদ্যোগে ২৩ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৫টায় ঢাকা কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় আলোচনা করেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেডস মুবিনুল হায়দার চৌধুরী, আবদুল্লাহ সরকার ও শুভাংশু চক্রবর্তী। সভা পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও ঢাকা মহানগর আহ্বায়ক বজলুর রশিদ ফিরোজ।

সভায় খালেকুজ্জামান বলেন, এ যুগের বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের দার্শনিক-সাংগঠনিক-মতাদর্শিক দিকনির্দেশনামূলক মুখ্য ভূমিকায় গড়ে ওঠা এস ইউ সি আই পার্টির সাধারণ সম্পাদক ও কমরেড ঘোষের অন্যতম প্রধান সহযোগী কমরেড নীহার মুখার্জী গত ১৮ ফেব্রুয়ারি প্রয়াত হয়েছেন। আমাদের ভ্রাতৃপ্রতিম দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর এই মহান নেতার প্রয়াণে আমরা মর্মাহত ও শোকাহত। তাঁর মৃত্যুতে ভারতবর্ষের বিপ্লবী সংগ্রামের সামনে থেকে একজন সুযোগ্য নেতার অন্তর্ধান ঘটল, একইসাথে বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের বর্তমান সংকট ও সম্ভাবনার কালে ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী এক বিপ্লবীকে হারাল। এই অপূরণীয় ক্ষতি আমাদের সবাইকে গভীর বেদনায় ব্যথিত করে।

কয়েক বছর ধরেই কমরেড নীহার মুখার্জী শারীরিক শূন্য সামর্থ্য নিয়ে অভাবনীয় পূর্ণ মনোবলের উপর দাঁড়িয়ে একদিকে স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করেছেন, অন্যদিকে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়েছেন। তাঁর এই মানসিক দৃঢ়তা ও শক্তির পরিচয় পাই আমরা তাঁর ২০০৫ সালে কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভার বক্তব্য থেকে। তিনি বলেছিলেন, কমরেডস, আমাদের স্বাস্থ্য কীভাবে রক্ষা করতে হয় বিরাট মূল্য দিয়ে তা আমরা শিখেছি। আপনারা দেখেছেন, আমার কত অসুখ রয়েছে এবং শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী হয়ে পড়েছি। একা আমি চেয়ারে বসতেও পারি না। তার জন্য আমার সাহায্য দরকার হয়। আপনারা দেখেছেন, চেয়ারে বসতে ও উঠতে কমরেডরা আমাকে সাহায্য করে। কেন না, আমার দুটি ফিমার বোন-ই ভাঙা, এমনকী হাঁটার ক্ষমতাও আমি হারিয়েছি। কিন্তু তাতে কী এসে যায়? রোগ ও দুর্ঘটনা সব সময়ে শরীরে আসতে পারে, এমনকী হাড়ও ভেঙে যেতে পারে। কিন্তু মানসিক শক্তি যদি থাকে, মন যদি সব সময় নিজেকে ভেঙে গড়ে উন্নত হতে থাকে, বয়স বা শারীরিক অসুস্থতা মনকে অসুস্থ করতে পারে না, পারে না মনের সবুজতা, তার গতিময়তাকে নষ্ট করতে।

কমরেড শিবদাস ঘোষের মতো বিপ্লবী ভাবাদর্শে আকাশ ছেয়ে থাকা এবং সাগর মন্থনের শক্তিতে সাংগঠনিক সামর্থ্য নির্মাণ করার মতো নেতার অনুপস্থিতিতে দলকে সারা ভারতে বিস্তৃত করা ও সুকঠিন সংগ্রামের পথে দলের সংহতি গড়ে তোলার দুঃসাধ্য কাজটি তিনি অনেক যত্নে ও কঠিন সাধনায় করে গেছেন। নব্বই-এর দশকে সোভিয়েত ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার পর অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক সমাজের অনুপস্থিতিতে প্রতিকূল পরিবেশে বিশ্বব্যাপী দেশে দেশে বিপ্লবী আন্দোলন ও সংগঠন বিকাশের অপরিহার্য শর্ত হিসাবে

স্মরণসভায় বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান

বামমুখী বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার যে উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা তিনি গ্রহণ করেছিলেন, যার সাথে আমরাও যুক্ত হয়েছিলাম, তা বিপ্লবী সংগ্রাম বিকাশের ইতিহাসের একটা স্মরণীয় অধ্যায় হয়ে থাকবে।

কমরেড নীহার মুখার্জী ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কমরেড শিবদাস ঘোষও ঢাকা জেলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এস ইউ সি আই সহ বিভিন্ন বামপন্থী দলের শীর্ষস্থানীয় বহু নেতাই এ দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এর কারণ ছিল ব্রিটিশ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বিপ্লবী সংগ্রামের অন্যতম প্রধান প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল পূর্ব বাংলা। কমরেড নীহার মুখার্জী বাংলাদেশের বিপ্লবী সংগ্রাম বিকাশের সম্ভাবনা সবসময় অনুভব করতেন এবং কমরেড শিবদাস ঘোষের দূরদর্শী দৃষ্টিতে দেখা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। বিশেষ করে কমরেড ঘোষের মুক্তিযুদ্ধকালীন বিশ্লেষণ একটা অনন্য দলিল হয়ে আছে। মহান হৃদয়ের এই মানুষটির সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও আলাপচারিতার বহু স্মৃতি মনে জাগরূক হয়ে আছে, যা তাঁর অনুপস্থিতিতে মনে বেদনা জাগায়। আমরা আশা করব, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) পার্টির নেতা-কর্মী-সমর্থকরা শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করে এগিয়ে যাবেন। এ শিক্ষা তাঁরা কমরেড শিবদাস ঘোষ ও তাঁর অনুসারী কমরেড নীহার মুখার্জীর কাছ থেকে ভালভাবেই পেয়েছেন।

ভ্রাতৃপ্রতিম দলের শ্রদ্ধার্ঘ্য

পাঁচের পাতার পর

পারেন। আমরা মনে করি, এই অভিজ্ঞ নেতার মৃত্যুতে আমাদের সকলের মতো গোটা বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীরও বিরাট ক্ষতি হল।

এস কে সেনথিভেল, সাধারণ সম্পাদক,

ই থাম্বাইয়া, ন্যাশানাল অর্গানাইজার

কেন্দ্রীয় কমিটি, এন ডি পি, শ্রীলঙ্কা

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জীর জীবনাবসান আমাদের কাছে গভীর ব্যথার। আমরা আমাদের ভ্রাতৃপ্রতিম দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর নেতা ও কর্মীদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।

কমরেড নীহার মুখার্জী ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে সারা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনে, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন।

বিপ্লবের বীজমন্ত্র উত্তরাধিকারীর উপর বর্তায়। প্রয়াত কমরেডের বিপ্লবী শিক্ষা তাঁর উত্তরাধিকারীরা বহন করবে। তাঁর মূল্যবান শিক্ষাকে সামনে রেখে আমরা তাঁর মরদেহকে শেষ বিদায় জানাচ্ছি।

নীনা আন্দ্রিয়েভা

সাধারণ সম্পাদক

অল ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অব ইন্ডিয়া(কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জীর জীবনাবসানের সংবাদে আমরা মর্মাহত। তিনি একজন মহান বিপ্লবী এবং আপনাদের দলের প্রতিষ্ঠাতা কমরেড শিবদাস ঘোষের সুযোগ্য উত্তরসাধক।

দলের সকল সদস্য, তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধা ও পরিবারবর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি। তাঁর স্মৃতি অক্ষয় হয়ে থাকবে।

আমরা নিশ্চিত যে, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম ও ভারতের শ্রমজীবী মানুষের জীবনকে উন্নততর করার শ্রেণীসংগ্রামে এস ইউ সি আই(সি) অবিচলভাবে এগিয়ে যাবে।

আপনাদের সংগ্রামের প্রতি আমাদের সংহতি জানাই।

মহান বিপ্লবী কমরেড নীহার মুখার্জী স্মরণে

দুয়ের পাতার পর

মুখার্জী। ১৯৪৫ সালে কারামুক্ত হওয়ার পর, দল গঠনের ঐ প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতায় ১৯৪৬ সালে তাঁরা প্রথমে প্ল্যাটফর্ম অফ অ্যাকশন গঠন করেন। এরই পথ বেয়ে ১৯৪৮ সালের ২২-২৪ এপ্রিল জয়নগরে এস ইউ সি আইয়ের প্রতিষ্ঠা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে নির্বাচিত প্রথম কেন্দ্রীয় কমিটিতে সদস্য হন কমরেড নীহার মুখার্জী এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটিরও তিনি সম্পাদক হন। দল গঠনের সূচনায় চূড়ান্ত আর্থিক অনটন ও অভাবের দিনগুলিতে সমস্ত দিক খেয়ালে রেখে সুষ্ঠুভাবে সবকিছু পরিচালনার ক্ষেত্রে কমরেড শিবদাস ঘোষ সহ অন্যান্যরা যাঁর উপরে সবচেয়ে বেশি নির্ভর করতেন, তিনি কমরেড নীহার মুখার্জী।

কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় ও প্রত্যক্ষ পথনির্দেশে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগের মধ্য দিয়ে উন্নত কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জনের লক্ষ্যে নীহার মুখার্জী অবিচলভাবে আপসহীন সংগ্রাম করেছেন। পাশাপাশি কংগ্রেস শাসনে জর্জরিত জনজীবনের ন্যায্য দাবিগুলি নিয়ে বামপন্থী যুক্ত আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও তিনি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন। স্বাধীনতার পর এ রাজ্যে বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ মঞ্চে এনে যুক্ত আন্দোলন গড়ে তোলার প্রশ্নে কমরেড নীহার মুখার্জী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। শিক্ষক আন্দোলন, বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি বিরোধী আন্দোলন, ট্রামভাড়া বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলন প্রভৃতি প্রতিটি গণআন্দোলনেই কমরেড নীহার মুখার্জী নেতৃত্বকারী ভূমিকা নিয়েছেন। এই জন্য স্বাধীন ভারতেও তাঁকে বহুবার গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ হতে হয়েছে। ১৯৬২ সালে তাঁকে ভারত রক্ষা আইনেও গ্রেপ্তার করা হয়।

১৯৭৬ সালে কমরেড শিবদাস ঘোষের জীবনাবসানের পর, সাধারণ সম্পাদকের স্থলাভিষিক্ত হন কমরেড নীহার মুখার্জী। ১৯৮৮ এবং ২০০৯ সালে অনুষ্ঠিত যথাক্রমে প্রথম এবং দ্বিতীয় কংগ্রেসেও তিনি সাধারণ সম্পাদক পদে পুনঃনির্বাচিত হন। '৭৬ সালের পর থেকে শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে নানা গণআন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন, বিভিন্ন রাজ্যে পার্টির বিস্তার ঘটিয়েছেন। ১৯৯০ সালে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের ভাঙনের পর কমরেড নীহার মুখার্জী দেখান যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি এবার প্রবল আগ্রাসী রূপ নেবে, দেশে দেশে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন তীব্র আক্রমণের মুখে পড়বে। এই সময় গোটা বিশ্বের যথার্থ কমিউনিস্টদের ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে সাম্যবাদী আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য উদ্যোগী হওয়া দরকার — এই মূল্যায়নের ভিত্তিতে দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মঞ্চ গড়ে তোলার তিনি আহ্বান জানান এবং এই মঞ্চগুলির মধ্যে কমিউনিস্টদের কোর হিসাবে কাজ করার জন্য বলেন। তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচালনাতেই এস ইউ সি আই বিশ্বের দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে প্রথমে অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরাম এবং পরবর্তীকালে ইন্টারন্যাশানাল অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট কমিটি গড়ে তুলতে সমর্থ হয়।

২৪ এপ্রিল প্রতিষ্ঠা দিবসের জনসভায়

স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন কর্মী হিসাবে কৈশোরে যাত্রা শুরু করে, মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগের মধ্য দিয়ে 'বিপ্লব, দল ও শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ ছাড়া জীবনের আর কোনও স্বার্থ ও লক্ষ্য নেই' এই উন্নত কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জনের মধ্য দিয়ে কমরেড নীহার মুখার্জী একজন মহান বিপ্লবী নেতায় উন্নীত হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে সর্বহারা বিপ্লবী আন্দোলন ও বামপন্থী গণতান্ত্রিক আন্দোলন একজন প্রথম সারির নেতাকে হারাল।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের শ্রদ্ধার্ঘ

ডাঃ অনুপম দাশগুপ্ত

আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রী নীহার মুখার্জীকে বুকের একরাশ দুঃখ নিয়ে বিদায় জানাচ্ছি। শিবদাস ঘোষ এবং নীহারবাবুর মতো লোকেদের কাছে সকলেই পেত স্বভাবের দৃঢ়তা, সততার স্নিগ্ধতা এবং সকলের জন্য ভালবাসার এক মধুর মিশ্রণ। এগুলো আর সহজে এখন মিলবে না।

ডাঃ এ বি দত্ত

অনেকদিনের সম্পর্ক। এমন মানুষ পাওয়া মুশকিল। বিপ্লবী ধারার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কথা বাবার মুখে শোনা। নীতি-নৈতিকতার প্রশ্নে কোনওরকম আপস করতেন না এঁরা। এঁরা খাঁটি সোনা। ডাঃ ননী গুহ শিববাবুর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়েছিলেন। তারপর সেইসূত্রে টালার এস ইউ সি কমিউনে নীহারবাবুর সঙ্গে আলাপ। কত স্মৃতি যুক্ত হয়ে আছে ওনার সঙ্গে।

অনুশীলনের বিপ্লবীদের জীবন্ত রূপ দেখতাম নীহারবাবুর মধ্যে। ওঁর সান্নিধ্যে মনটা ভরে যেত— আমার কাছে অনুপ্রেরণার উৎস। ওনার কথা আজ যত ভাবছি ততই মনে হচ্ছে একটা যুগের অবসান হল। এত রোগ-অসুস্থতা সত্ত্বেও ৯০ বছর বয়সে যে মানসিক দৃঢ়তা নিয়ে লড়াই করে গেছেন তা দৃষ্টান্তমূলক।

বিশিষ্ট আইনজীবী পার্থ সেনগুপ্ত

আমি আমার জ্ঞান হওয়া থেকে প্রয়াত নীহার মুখার্জীকে দেখেছি। এমন সরল সাধারণ অনাড়ম্বর জীবনযাপন, যা আজকের রাজনীতিতে বিরল, তাঁকে শ্রদ্ধা করতে বাধ্য করেছিল। যখন এস ইউ সি আইয়ের পশ্চিমবঙ্গে দু'জন মন্ত্রী, অর্থাৎ ক্ষমতার অলিন্দে প্রত্যক্ষ যাতায়াত, তখনও এই জীবনযাত্রার কোনও পরিবর্তন দেখিনি। যে কমিউনে তিনি থাকতেন সেখানে গিয়েও দেখেছি, তাঁদের জীবনযাত্রা কত সাধারণ ছিল। রাজনৈতিক আলোচনার মধ্যে না গিয়েও নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি, তাঁর এই আচরণ ও জীবনযাত্রা একজন নিষ্ঠাবান কমিউনিস্টকে আমাদের সামনে হাজির করেছিল। এঁদের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে এই শিক্ষাগুলো অবলুপ্ত হবে না, এটাই আশা করব।

কবি তরুণ সান্যাল

সভাপতি, শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী ও বুদ্ধিজীবী মঞ্চ

এদেশে যাঁরা কমিউনিস্ট ছিলেন, বাল্য আর কৈশোরে তাঁদের রূপকথার বীর রাজপুত্র মনে হত। এক সময় তাঁদের কাছাকাছি এসে অনুপ্রাণিতও হয়েছি। বিশ্বের কমিউনিস্ট কবিদের রচনার শিক্ষাও নিয়েছি। আজ এই যাই-যাই বেলায় দেখছি, সেই কমিউনিস্টদের বংশধরেরা হয়ে পড়েছে কাদার পা 'মহাবলী'। একটু বৃষ্টিতেই ভেতরের খড়-বাখারি বেরিয়ে পড়ে। তবু, হঠাৎ হঠাৎ মিলে যায় বড় মাপের বিপ্লবীর খবর, মিলে যায় সত্যিকারের কমিউনিস্টের সাক্ষাৎ, যিনি নম্রস্বরে বলতে সক্ষম, 'একবারই তো জীবন পায় মানুষ, মরবার আগে সে যেন বলতে পারে, জীবনটা বৃথা যায়নি, মানুষের মুক্তির জন্যই সমর্পিত হয়েছে তা।' আমার মনে হয়, সদ্য প্রয়াত নবতিতম জন্মদিবস উত্তীর্ণ কমরেড নীহার মুখোপাধ্যায় এমন কথা বলতে পারতেন। ভারতের শ্রমিকশ্রেণী তো বটেই, বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর শোষণমুক্তির সংগ্রামে তিনি পরীক্ষিত সেনানায়ক হয়ে উঠেছিলেন।

গত তিন-চার বছর পশ্চিমবঙ্গে বিশ্ব ও স্বদেশি একচেটিয়া পুঁজি, কেন্দ্র ও রাজ্য শাসকদের বাহন করে যে ভয়ানক আগ্রাসন, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের দাসশ্রম কার্যকর করার জন্য নানা অঞ্চলে ভূমিকা নিয়েছে— যার প্রতিবাদে শিল্পী-সংস্কৃতিকর্মী ও বুদ্ধিজীবী মঞ্চ গঠিত হয়েছে। নীহারবাবু ঐ মঞ্চের আন্দোলনের সঙ্গে সহানুভূতিশীল জেনে মনে জোর পেয়েছি আমরা। নানা বর্গীয় দুর্জনের সম্মুখীন হতেও তো সহায়ক বন্ধু প্রয়োজন। কমরেড নীহার মুখোপাধ্যায়ের তিরোধানে সেই পরীক্ষিত সুহৃদ আমরা হারিয়েছি। আশা করব, তাঁর অনুবর্তী ও সতীর্থ সহযোদ্ধারা রাজ্য ও রাষ্ট্রের বিবিধ জনবিরোধী ভূমিকার প্রতিবাদে মুখর ও তৎপর থাকবেন। গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আমাদের মঞ্চ দলীয়তার উর্ধ্বে অবশ্যই তাঁদের অকৃত্রিম সহানুভূতি ও সহযোগিতা জানাবে। কমরেড নীহার মুখার্জীর স্মৃতি অমর হোক।

অশোক ঘোষ

ফরওয়ার্ড ব্লকের শীর্ষনেতা

সেদিন (১৭-০২-২০১০) যখন কমরেড নীহার মুখার্জীকে ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিকে দেখতে গিয়েছিলাম তখন উনাকে শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আপনারা কীভাবে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রায় সবই প্রয়োগ করেছেন — শুনেছি। সেদিন যে কথা আপনাদের বলেছিলাম তা নিশ্চয়ই আপনাদের স্মরণে আছে— নীহার মুখার্জী শুধু এস ইউ সি আই দলের নেতা নন, তাঁর জীবনসংগ্রাম সম্পর্কে আপনারা লিখুন — সমাজের প্রয়োজন রয়েছে।

২৪ এপ্রিল, ১৯৭৩, শহীদ মিনারের সভায় কমরেড শিবদাস ঘোষের সাথে

ধর্মের ভিত্তিতে দেশ বিভাগের পর গোটা দেশে যে রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়েছিল এবং পশ্চিমবাংলার রাজনীতিতে যে রাজনৈতিক শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল, সেই শূন্যতা পূরণের ক্ষেত্রে যে ক'টি বামপন্থী দল ও তাদের নেতৃবৃন্দ উদ্যোগ নিয়েছিলেন তার মধ্যে কমরেড নীহার মুখার্জী ও তাঁদের দল এস ইউ সি আই একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। সেই বাম রাজনীতির ভিতের উপর দাঁড়িয়ে গোটা পশ্চিমবঙ্গে বাম রাজনীতি এবং বাম ঐক্য গড়ে ওঠার মধ্য দিয়ে একটা নতুন যুগের সূচনা হয়েছিল — তাই আমি সবসময়ই এ কথা বলি, সেদিনের আর সমস্ত বামপন্থী নেতার মতো নীহারবাবুও পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী আন্দোলনের সৃষ্টি। অপরদিকে তিনি তাঁর দলের আদর্শে সেই বামপন্থী আন্দোলনগুলিকে ধাপে ধাপে সুপরিকল্পিতভাবে পরিচালনা করে একটি প্রকৃত বাম ঐক্য গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সৃষ্টিশীল ভূমিকা পালন করেছেন। তাই তিনি যেমন ইতিহাসের সৃষ্টি, অপরদিকে তিনি তেমনই ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। আজ তিনি ইতিহাস পুরুষ।

এ রাজ্যের বামপন্থী দলগুলির লক্ষ্য-পথ নিয়ে আদর্শগত পার্থক্য রয়েছে। সে বিষয়ে বলার সময় এখন নয়। তবুও যে প্রসঙ্গটা আমি উল্লেখ করতে চাই, বামপন্থী ঐক্যের স্বার্থে ৬০/৭০-এর দশকে বিশেষ করে আর এস পি ও আমরা বলেছিলাম, ফ্রন্টের মধ্যে তত্ত্বগত বিষয় বলব, লিখব, দ্বন্দ্ব-সংঘাত হবে, কিন্তু প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে পাবলিকের সামনে বলব না। এস ইউ সি সেদিন বলেছিল, না — যা বলব লিখব তা প্লাটফর্মে দাঁড়িয়েও বলব। এখানেই পার্থক্য হয়ে গেল। সিপিএম বলল — না, এ হতে পারে না। তা সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দিবসে এস ইউ সি-কে নিয়ে একটি কর্মসূচির ভিত্তিতে আন্দোলন হয়েছে। আমি এখনও বিশ্বাস করি, আমাদের মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য থাকলেও এই মুহূর্তে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ঐক্য গড়ে ওঠা অত্যন্ত জরুরি।

সন্তোষ রানা

পিসিসি, সিপিআই(এম-এল)

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জীর মৃত্যুতে সিপিআই (এম এল) পি সি সি গভীর শোক প্রকাশ করছে। কমরেড নীহার মুখার্জীর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন ছিল শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের সেবায় আত্মনিবেদিত। ভারতের মুক্তিসংগ্রামে তাঁর অবদান মানুষ ভুলবে না।

তাঁর সহকর্মীদের প্রতি আমরা সহমর্মিতা জ্ঞাপন করছি।

প্রকাশ কারাট

সাধারণ সম্পাদক, সিপিআই(এম)

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জীর মৃত্যুসংবাদ শুনে আমি ব্যথিত।

স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় কিশোর বয়সেই কমরেড নীহার মুখার্জী জনস্বার্থ রক্ষায় রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) -এর মতাদর্শের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা ছিল সর্বাত্মক। আত্মনিবেদিত কর্মপ্রয়াসের মধ্য দিয়ে পার্টিকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কয়েক দশক ধরে তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন।

তাঁর মৃত্যুতে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) এবং বাম আন্দোলনের বিরাট ক্ষতি হল।

আপনাদের পার্টির নেতৃত্বের প্রতি এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাই।

বিনয় কোঙার

সিপিআই(এম), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি

দুর্ভাগ্যবশত সাময়িকভাবে আমাদের অবস্থান পরস্পর বিপরীতভাবে হলেও, পশ্চিমবাংলার বামপন্থী আন্দোলনের বিকাশে তাঁর মহান অবদানের জন্য তিনি ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁকে রক্তিম অভিনন্দন।

এ বি বর্ধন

সাধারণ সম্পাদক, সিপিআই

কমরেড নীহার মুখার্জীর মৃত্যু সংবাদ শুনে আমি খুবই ব্যথিত। আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে আমি আপানাদের পার্টি এবং তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।

মাল্যদান করেছেন

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষে

সিপিআই-এম এল (লিবারেশন) ঃ কমরেড কার্তিক পাল, বলশেভিক পার্টি ঃ কমরেড চিত্ত নাথ, ফরওয়ার্ড ব্লক ঃ কমরেড অশোক ঘোষ, আর সি পি আই ঃ কমরেড সুভাষ রায়, আর এস পি ঃ কমরেড সুভাষ নস্কর, কমরেড অমর চৌধুরী, কমরেড সুকুমার ঘোষ, সিপিআই(এম) ঃ বিনয় কোঙার, সি ও আই এম এল (কানু সান্যাল গোষ্ঠী) ঃ সুব্রত বোস, পিসিসি সিপিআইএমএল ঃ কমরেড সমীর সিনহা, সিপিআই ঃ কমরেড মঞ্জুকুমার মজুমদার, প্রবীর দেব, পিডিএস ঃ কমরেড সমীর পূততুণ্ড, তৃণমূল কংগ্রেস ঃ শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জীর পক্ষে শ্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, শ্রী মুকুল রায়।

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

সমাজসেবী ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নেত্রী অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহার; বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী কবীর সুমনের পক্ষে সঙ্গীতশিল্পী অসীম গিরি; স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ অনুপম দাশগুপ্তের পক্ষে সুজাতা সেন; ডাঃ এ বি দত্ত; শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী ও বুদ্ধিজীবী মঞ্চের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তী; বিশিষ্ট আবৃত্তিকার রূপশ্রী কাহালি; ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালের পক্ষে অজয় চ্যাটার্জী। দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি থেকে হাওড়ার প্রাক্তন মেয়র অনিল চ্যাটার্জীর পক্ষে এবং শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী ও বুদ্ধিজীবী মঞ্চের সভাপতি বাম-গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অগ্রগণ্য বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক তরুণ সান্যালের পক্ষে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করা হয়।

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

পলিটব্যুরো

কমরেড প্রভাস ঘোষ, কমরেড মানিক মুখার্জী, কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী, কমরেড রণজিৎ ধর ও কমরেড অসিত ভট্টাচার্য।

কেন্দ্রীয় কমিটি

কমরেড ইয়াকুব পৈলান, কমরেড গোপাল কুণ্ডু, কমরেড সি কে লুকোস, কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ, কমরেড সত্যবান, কমরেড কল্যাণ চৌধুরী, কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার, কমরেড সৌমেন বসু, কমরেড শংকর সাহা।

বিভিন্ন রাজ্য কমিটির সম্পাদকবৃন্দ

কমরেড শিবশঙ্কর (বিহার); কমরেড ধূর্জটি দাস (ওড়িশা); কমরেড হেম চক্রবর্তী (ঝাড়খণ্ড রাজ্য সংগঠনী কমিটি); কমরেড কে শ্রীধর (অন্ধ্রপ্রদেশ); কমরেড দ্বারিকা রথ (গুজরাট); প্রতাপ শামল (দিল্লি); কমরেড অরুণ ভৌমিক (ত্রিপুরা); কমরেড ভি এন সিংহ (উত্তরপ্রদেশ); কমরেড উমাপ্রসাদ বিশ্বাস (মধ্যপ্রদেশ); কমরেড কে রঙ্গস্বামী (তামিলনাড়ু); কমরেড বাবলু মিত্র (আন্দামান পার্টি ইউনিট); কমরেড গিরিজেশ্বর সিংহ (রাজস্থান পার্টি ইউনিট); কমরেড বাদশা খান (ছত্তিশগড় রাজ্য সংগঠনী কমিটি); কমরেড অমিন্দর পাল সিংহ (পাঞ্জাব); কমরেড রমেশ শর্মা (সিকিম রাজ্য সংগঠনী কমিটি); কমরেড অনিল ত্যাগী ও কমরেড মাধব ভোন্ডে (মহারাষ্ট্র)।

বিভিন্ন গণসংগঠন

অল ইন্ডিয়া এম এস এস-এর সর্বভারতীয় সভানেত্রী কমরেড ছায়া মুখার্জী এবং সম্পাদক কমরেড এইচ জি জয়লক্ষ্মী; এ আই ডি এস ও-র সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড এম এন শ্রীরাম এবং সম্পাদক কমরেড সৌরভ মুখার্জী; অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ডঃ ধ্রুব মুখোপাধ্যায়; অল ইন্ডিয়া ইউ টি ইউ সি-র সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী এবং সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর সাহা; বন্দিমুক্তি কমিটির রাজ্য সম্পাদক কমরেড ছোটন দাস ও আরও অনেকে।

R.N.I. No 5268 / 60
Postal Registration No. KOL / RMS / 138 / 2010-12

কমরেড নীহার মুখার্জীর চিকিৎসা করেছেন যাঁরা

যে চিকিৎসকরা দীর্ঘদিন রোগাক্রান্ত অবস্থায় কমরেড নীহার মুখার্জীর চিকিৎসা করেছিলেন, রোগী হিসাবে তাঁর সম্পর্কে কিছু উপলব্ধি জানিয়েছেন তাঁরা।

ডাঃ কে বি বক্সী,
প্রখ্যাত হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ

ওঁর প্রয়াণে আমার পক্ষে বলা বা লেখা খুবই কঠিন। ১৮ তারিখ রাত্রে দুঃসংবাদ পাওয়ার পর খুবই ইমোশনাল হয়ে পড়েছিলাম। ডাক্তারদের শেষ পর্যায়ে বলতাম, লুজিং ব্যাটল, কিন্তু ফাইট করে যেতে হবে। চেষ্টার কোনও ত্রুটি হয়নি। এর বেশি চেষ্টা বোধহয় অসম্ভব।

নীহারবাবুর প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আছে। ইমোশনালি অ্যাটাচড হয়ে পড়েছিলাম। দু'জন দু'জনকে দেখলে খুব ভাল লাগত, অনুপ্রেরণা পেতাম। এটা আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন।

ডাঃ সুকুমার মুখার্জী
আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিকিৎসক

নীহার মুখার্জী ছিলেন খুবই বাধ্য, বিনয়ী ও অত্যন্ত স্বচ্ছ চিন্তার মানুষ। তাঁর সহ্যশক্তি ছিল প্রবল।

ডাঃ দেবাশিস ঘোষ, হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ

ওঁর প্রবল মনোবল ছিল, অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত ও যুক্তিবাদী মানুষ ছিলেন।

ডাঃ শৈবাল ঘোষ
ক্রিটিক্যাল কেয়ার বিশেষজ্ঞ

উনি খুব স্পষ্টবাদী ছিলেন, সহ্যশক্তি অত্যন্ত বেশি ছিল। বলার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ছিলেন। দুর্ভাগ্য যে আমরা তাঁকে রক্ষা করতে পারলাম না। তাঁর কাছে কিছু শিখেছি — সুনির্দিষ্ট হও, স্পষ্টবাদী হও, নিজের সহ্যক্ষমতা বাড়াও।

ডাঃ সুশ্রুত বন্দ্যোপাধ্যায়
ক্রিটিকাল কেয়ার বিশেষজ্ঞ

অত্যন্ত শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের ও স্বচ্ছ চিন্তার অধিকারী ছিলেন।

ডাঃ শুভানন রায়, কার্ডিওলজিস্ট

আমি নীহারবাবুকে অনেকদিন ধরেই চিনি। তাঁর চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম দীর্ঘকাল। তাঁর সহমর্মিতা, সংবেদনশীলতা আমাকে চিরকালই মুগ্ধ করেছে। নিজের অসুখ-বিসুখ সম্পর্কে অত্যন্ত স্বচ্ছ ধারণা ছিল তাঁর, কখনও বিজ্ঞানের বাইরে, অসম্ভব এবং অবাস্তব দাবি করেননি তিনি এবং আজীবন ডাক্তার-নার্স ও স্বাস্থ্য কর্মীদের দেখেছেন কাছের মানুষ হিসাবে।

ডাঃ সঞ্জয় ঘোষ, ফিজিশিয়ন

দীর্ঘকাল আমি নীহারবাবুর চিকিৎসা করেছি। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় তাঁর অসীম ধৈর্য এবং ডাক্তারদের প্রতি অবিচল আস্থার কথা। জ্ঞান থাকা অবধি আমি তাঁকে হাসি মুখে প্রচন্ড রোগ যন্ত্রণা প্রশান্ত চিত্তে সহ্য করতে দেখেছি। অত্যন্ত বেদনাদায়ক যে, প্রাণপণ চেষ্টা করেও আমরা তাঁকে রক্ষা করতে পারলাম না। এতবড় সংগ্রামী মানুষের চিকিৎসা করতে পেরে আমি সম্মানিত।

আমার প্রস্তাব, ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিকের আই সি সি ইউ তাঁর নামে নামকরণ করা হোক।

ডাঃ প্রতীক দাস, নেফ্রোলজিস্ট

আমি তাঁর চিকিৎসার সাথে বেশিদিন যুক্ত ছিলাম না। কিন্তু যে ক'টা দিন তাঁর সংস্পর্শে এসেছি, তাতেই উপলব্ধি হয়েছে, তিনি একজন বড় মাপের মানুষ। চিকিৎসা ও চিকিৎসকের সাথে তাঁর সহযোগিতা ছিল অপরিসীম। তাঁর মৃত্যুতে আমরা একজন বড় মানুষকে হারালাম।

ডাঃ রঞ্জন শর্মা, কার্ডিওলজিস্ট

আমি অনেক ভি আই পি পেশেন্ট দেখেছি। কিন্তু নীহারবাবুর মতো এমন ভি আই পি পেশেন্ট কখনও দেখিনি। তাঁর সংস্পর্শে আমি অভিভূত হয়েছি। তাঁর অনাড়ম্বর, সহজ ও আন্তরিক ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করেছে। ডাক্তারদের পরামর্শ নিঃশব্দে বাধ্য শিশুর মতো মানতেন। ডাক্তারদের উপর কোনওদিন কোনওরকম চাপ সৃষ্টি করেননি। ডাক্তারদের মতামতকে প্রবল গুরুত্ব দিতেন। তাঁর মৃত্যুতে আমরা সত্যিকারের একজন বড় মানুষকে হারালাম।

ডাঃ গৌতম গুহ, নিউরোলজিস্ট

আমি বহুদিন ধরে তাঁর পার্কিনসন রোগের চিকিৎসা করেছি। তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও মেটিকুলাস ছিলেন। কী ওষুধ খাওয়ার ব্যাপারে, কী দৈনন্দিন অন্য কাজেও। তিনি কোনওদিন তাঁর চিকিৎসার ব্যাপারে কোনওরকম অভিযোগ করেননি। সর্বদা সমস্ত রকম সহযোগিতা করে গেছেন। তিনি আমার কাছে বহু দিন স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

ডাঃ পার্থসারথি ভট্টাচার্য,
পালমোনলজিস্ট

আমি বহুদিন ধরে নীহারবাবুর চিকিৎসার সাথে যুক্ত। তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। তিনি ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিত্ব। এমন একজন বড় মাপের মানুষের চিকিৎসা করতে পেরে আমি গর্বিত।

ডাঃ গৌতম সরকার, কার্ডিওলজিস্ট

দীর্ঘ ১৫ বছরেরও বেশি তাঁর চিকিৎসার সাথে যুক্ত ছিলাম। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিরাট মাপের মানুষ। প্রথমেই যে কথাটা মনে হচ্ছে তা হল, তিনি হলেন সঠিক অর্থেই 'ম্যান অব সায়েন্স'। অত্যন্ত গভীর অসুস্থতাতেও তাঁর নিজের চিকিৎসার ব্যাপারে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ ইমপারসোনাল। তিনি ডাক্তারদের অসুবিধার কথা বলতেন, কিন্তু যত কষ্টই হোক কখনওই কোনওরকম মন্তব্য বা কমপ্লেন করেননি। চিকিৎসকদের মতামতের ওপর কোনওদিন কথা বলেননি। চিকিৎসকদের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। তিনি মনে করতেন চিকিৎসার ব্যাপারে চিকিৎসকরাই শেষ কথা। তাঁর সহ্য ক্ষমতা ও সহযোগিতার মাত্রা ছিল অসীম। এরকম বিরাট ব্যাপ্তির মানুষ খুবই দুর্লভ।

ডাঃ প্রদ্যুৎ কুমার হাজরা
বিশিষ্ট হোমিও চিকিৎসক

নীহারবাবুর প্রভাব আমার চরিত্র গঠনে ভীষণ সাহায্য করেছে। আমি চিকিৎসা বিজ্ঞান ও গরিব-অসহায় মানুষের প্রতি আরও দায়বদ্ধ হয়েছি। ওনার সান্নিধ্য আমার সারাজীবনের সম্পদ হয়ে থাকবে।

নীহারবাবু ছিলেন শান্ত, সৌম্য, দৃঢ়চেতা মানুষ। জীবনের কোনও কঠিন পরিস্থিতিতেই তাঁকে বিচলিত হতে দেখিনি।

আমি জানি ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক গড়ে ওঠার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান ছিল অসীম। ডাঃ ননী গুহর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে তিনি ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

ডাঃ সীতেশ দাশগুপ্ত, নিউরোলজিস্ট

বেশ কয়েক বছর আমি নীহারবাবুর চিকিৎসার সাথে যুক্ত ছিলাম। তিনি একজন অত্যন্ত বড় মাপের মানুষ ছিলেন। তাঁর ব্যবহার ছিল অত্যন্ত আন্তরিক। অন্যের কথা শোনা বা বোঝার জন্য তাঁর ধৈর্য ছিল অসীম। চিকিৎসকদের পরামর্শ তিনি নিষ্ঠার সাথে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। তাঁর সহ্যক্ষমতাও ছিল বিরাট। অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক মুহূর্তেও তাঁকে শান্ত, ধীর, স্থির থাকতে দেখেছি। কখনও কোথাও তাঁকে আক্ষেপ করতে দেখিনি। তাঁর সংস্পর্শে আসতে পেরে আমি গর্বিত।

ডাঃ অনুপ মাইতি, শল্য চিকিৎসক

১৯৮০-র দশক থেকে আমি নীহারবাবুর চিকিৎসা করেছি। রোগী হিসাবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর আনুগত্য এবং চিকিৎসকদের প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধা অতুলনীয়। চিকিৎসকদের তিনি ভেষজ বিজ্ঞানের নেতার সম্মান দিতেন। বার্ধক্যজনিত, রোগজনিত বা চিকিৎসাজনিত যন্ত্রণায় তাঁর সহনশীলতা ও উপেক্ষার মনোভাব আমি অদ্যাবধি অন্যত্র দেখিনি।

একজন উচ্চ মাপের নেতা হওয়া সত্ত্বেও তিনি সর্বদা বিনয়ী ছিলেন এবং নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সতর্ক থাকতেন। একই কষ্টের কথা তাঁকে কখনও বারবার বলতে শুনিনি। চিকিৎসার পদ্ধতি বা ফল যখন রোগের চেয়েও বেশি যন্ত্রণাদায়ক হয়েছে, তখনও তাঁকে কোনও অভিযোগ করতে শুনিনি।

ডাঃ বিপ্লব চন্দ

প্রিয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জীকে দলের একজন সাধারণ কর্মী ও চিকিৎসক হিসাবে কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিল। এটা আমার কাছে সারা জীবনের সম্পদ হয়ে থাকবে।

৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি নিরবচ্ছিন্নভাবে চলেছে তাঁকে বাঁচানোর লড়াই। মনে হত, পরিবারের একটা সংকটজনক অবস্থায় আমরা প্রত্যেকে দাদা-ভাই-বোনের মতো হাতে হাত, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ছি। আমাদের দলটা যে একটা পরিবার তা আরও দৃঢ়ভাবে বুঝলাম।

ডাঃ শুভঙ্কর চ্যাটার্জী

নীহারবাবুকে যখন দেখতে গিয়েছি, প্রত্যেকবার নিজের সমস্যাগুলো বলার পর জানতে চেয়েছেন, আমার শরীর ঠিক আছে কি না, বলতেন, খেয়ে যেও। তিনি সর্বদা চিকিৎসার ক্ষেত্রেও যৌথ সিদ্ধান্ত ও পদ্ধতির উপর জোর দিতেন। নিজের শরীরের প্রতিও 'ইমপারসোনাল' আচরণ আমরা যারা ওঁর চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, প্রত্যেকের মনকে নাড়া দিয়ে গেছে।

ডাঃ নীলরতন নাইয়া

চিকিৎসক হিসাবে নীহারবাবুকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়ে আমি এমন কিছু সঞ্চয় করেছি যা আমার সারা জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হয়ে থাকবে। শিখেছি একটা কঠিন কাজকে কীভাবে বলিষ্ঠতার সাথে সহজ করে নেওয়া যায়।

সিস্টার মহুয়া মাইতি

একজন বড় মানুষকে সেবা করার ফাঁকে ফাঁকে তাঁর বহু মূল্যবান উপদেশ, কথা, যা আমাকে নার্সিং সম্বন্ধে, নার্স ক্যাডার হিসাবে গড়ে উঠতে মহা মূল্যবান পাথেয় হিসাবে 'গাইড' করবে। তাঁর মৃত্যু আমার জীবনে একজন যথার্থ পিতার স্থান শূন্য করে গেল।

সিস্টার ঋতুপর্ণা মহাপাত্র

আমাদের কাছে শেষের কয়েকটা দিন ছিল অতীব বেদনাদায়ক অথচ অনিবার্য সত্যকে মেনে নেওয়ার লড়াই। নীহারবাবু রোগশয্যায় আমাদের শিখিয়ে গিয়েছেন কীভাবে যুক্তির কাছে মাথা নোয়াতে হয়। শেষ দিনগুলিতে তিনি বার বার আমাদের মানুষ হতে বলেছেন। সেই চেষ্টা আমরা করে যাব।

লালমোহন টুডুর হত্যা ও অপপ্রচারের তীব্র নিন্দা করলেন কমরেড প্রভাস ঘোষ

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৩ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন,

'পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনসাধারণের কমিটি'-র সভাপতি লালমোহন টুডুকে গতকাল রাতে তাঁর বাড়ি ঘিরে যৌথবাহিনী গুলি করে হত্যা করে তাঁর নামে মিথ্যা 'মাওবাদী' তকমা লাগাচ্ছে এবং প্রচার করছে যে, তিনি যৌথবাহিনীর ক্যাম্পে হামলা করেছিলেন। আমরা এই হত্যাকান্ড ও অপপ্রচারের তীব্র নিন্দা করছি।

জঙ্গলমহলের আদিবাসী ও গরিব মানুষের ওপর দীর্ঘদিনের অসহ্য শোষণ-বঞ্চনা এবং পুলিশের নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের কমিটি ছত্রধর মাহাতোর নেতৃত্বে আন্দোলন গড়ে তোলে। ন্যায়সঙ্গত এই আন্দোলনে আমাদের দল প্রথম থেকেই সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। আন্দোলনের চাপে লোকসভা ভোটের প্রাক্কালে জনসাধারণের কমিটির নেতৃত্বের সাথে রাজ্য সরকার আলোচনায় বসে দাবি মেনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেয়। কিন্তু পরবর্তী বৈঠকের পূর্বেই মাওবাদী দমনের অজুহাতে সি পি এম সরকার আদিবাসী গরিব মানুষের ওপর নৃশংসভাবে আক্রমণ শুরু করে। ঝাড়খন্ড থেকে কিছু তথাকথিত মাওবাদীদের লালগড় এলাকায় ঢোকার সুযোগ করে দেয় সি পি এম এবং নিজেদের দলের ক্রিমিনালবাহিনীকে মাওবাদী সাজিয়ে ব্যাপক খুন, নির্বিচারে গ্রেপ্তার, ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি, লুঠতরাজ, ঘর জ্বালিয়ে এক বীভৎস মধ্যযুগীয় অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দলের সংগঠক বিবেকানন্দ সাহ সহ শতাধিক আন্দোলনকারী ও বহু সাধারণ নিরীহ মানুষকে মিথ্যা ও সাজানো কেসে জামিন অযোগ্য ধারায় আটক করা হয়েছে।

এভাবে সি পি এম একদিকে গণতান্ত্রিক আন্দোলন ধ্বংস করছে, সমগ্র জঙ্গলমহলে নিজেদের একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম করছে। এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারও সিপিএমের সহযোগী হিসাবে কাজ করছে। উল্লেখ্য যে, রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের এই সন্ত্রাস ও খুনের পূর্বে জঙ্গলমহলের আন্দোলন শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক ছিল।

আমরা মনে করি, মাওবাদীদের মধ্যে কিছু সৎ, সাহসী ও আবেগপ্রবণ ব্যক্তি থাকলেও ভ্রান্ত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যক্তিহত্যার দ্বারা তাঁরা মহান মাও সে-তুঙ চিন্তাধারার বিরুদ্ধেই কাজ করছেন। বুর্জোয়া রাষ্ট্র এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার মাওবাদীদের কার্যকলাপকে বাস্তবে বিপ্লবী আদর্শ ও গণআন্দোলনের বিরুদ্ধেই ব্যবহার করছে। যে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের প্রচারমাধ্যম মহান লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে-তুঙ ঐতিহাসিক বিপ্লবী সংগ্রামের একটুকু প্রচার দিত না, পাছে শোষিত জনগণ তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট হয়, সেই বুর্জোয়া প্রচারমাধ্যম কেন ভারতবর্ষে মাওবাদীদের এত প্রচার দিচ্ছে সেটাও মাওবাদীরা প্রচারের মোহে বুঝতে পারছে না।

আমরা মনে করি, কেন্দ্রীয় সরকার ও মাওবাদীরা আলোচনার শর্ত নিয়ে যে টাগ অফ ওয়ার চালাচ্ছে, সেটা বন্ধ করে অবিলম্বে মীমাংসা বৈঠকে বসা জরুরি। আমরা এটাও মনে করি যে, মাওবাদীদের ব্যক্তিহত্যার রাজনীতি অবিলম্বে বন্ধ করা দরকার।

আমরা দাবি করছি ঃ (১) যৌথবাহিনীর আক্রমণ বন্ধ করতে হবে, (২) বন্দীদের বিনাশর্তে মুক্তি দিতে হবে, (৩) কেন্দ্র-রাজ্য সরকারের যৌথবাহিনী ও সি পি এম ক্রিমিনাল বাহিনীর সন্ত্রাস-খুন বন্ধ করতে হবে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২২৬০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৪-৫১১৪, ২২২৭-৬২৫৯ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci.in